যুগান্তর

তারিখ ... 21 OCT 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৩ ...

সদ্য কারামুক্ত জাকিয়া ও আরিফ মঙ্গলবার রাজধানীর আগারগাঁও কুমিল্লা বস্তির অদম্য বাংলাদেশ ফাউন্ডেশনের মজার ইশকুলে গেলে ছাত্রছাত্রীরা আনন্দে মেতে ওঠে প্রিয় শিক্ষকদের কাছে পেয়ে যুগান্তর

মজার ইশকুল

ভাইয়া ও আপুকে ফিরে পেয়ে শিশুদের উচ্ছ্বাস

বকুল আহমেদ

প্রাণপ্রিয় ভাইয়া ও আপুর সঙ্গে দেখা নেই ৩৮ দিন। পথশিশুদের নিয়ে কাজ করতে গিয়ে এ দীর্ঘ সময় কারাভোগ করেছেন তারা। কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়া আপু ও ভাইয়াকে গভীর মমতায় জড়িয়ে ধরে বস্তির শিশুরা। এ সময় তাদের ভালোবাসায় আবেগাপ্লুত হয়ে কেঁদে ফেলেন 'মজার ইশকুল'-এর আরিফুর ও জাকিয়া।

১২ সেপ্টেম্বর রামপুরার বনশ্রী থেকে গ্রেফতার করা হয় অদম্য বাংলাদেশ ফাউন্ডেশনের চার কর্মকর্তাকে। তারা হলেন— চেয়ারম্যান আরিফুর রহমান, সাধারণ সম্পাদক জাকিয়া সুলতানা, স্বেচ্ছাসেবী হাসিবুল হাসান ও ম্যানেজার ফিরোজ আলম খান। মানব

উচ্ছ্বাস : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৫

উচ্ছ্বাস : শিশুদের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পাচার আইনে দায়ের হওয়া মামলায় দীর্ঘ ৩৮ দিন কারাভোগের পর সোমবার জামিনে মুক্তি পান তারা। মঙ্গলবার তারা জান অদম্য বাংলাদেশ ফাউন্ডেশন পরিচালিত আগারগাঁও কুমিল্লা বস্তির মজার ইশকুলে। এ সময় সেখানে এক আবেগঘন পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

জাকিয়া তিতুমীর কলেজে পরীক্ষা শেষে আগারগাঁওয়ের মজার ইশকুলে যাবেন সে খবর আগে থেকেই জানত শিশুরা। তারা দল বেঁধে স্কুলের ২শ' গজ দূরে আগারগাঁও আইডিবি ভবনের সামনে গিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে। সবার চোখ আটকে থাকে রাস্তায় চলাচলরত বাসগুলোর দিকে— এ বুঝি কোনো একটা গাড়ি থেকে তাদের আপু নামতে যাচ্ছেন। এভাবেই অপেক্ষার প্রহর গুনতে থাকে তারা। জাকিয়া সেখানে হাজির হন দুপুর ২টায়। তাকে দেখামাত্র লাল-সবুজ রঙয়ের পোশাক পরিহিত অন্তত ৩০টি শিশু দৌড়ে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে। কে আগে তার কোলে উঠবে এ নিয়েই প্রতিযোগিতা। এ সময় মনের অজান্তেই জাকিয়া ও শিশুদের চোখ দিয়ে পানি ঝরছিল। এক শিশু ডান হাতের আঙুল দিয়ে চোখের পানি মুছে দিয়ে বলল, ম্যাডাম আপনি কাঁদছেন কেন? আপনাকে পেয়ে আমরা কত খুশি! আপনাকে না দেখে আমরা খুব কষ্টে ছিলাম।

মজার ইশকুলটির অবস্থান আগারগাঁও কুমিল্লা বস্তিতে। সম্পূর্ণ বিনা খরচে শিশুদের লেখাপড়া আর হাতের কাজ শেখানোই এ স্কুলের মূল উদ্দেশ্য। এ সংগঠনে যারা নেতৃত্ব দেন এবং শিশুদের পড়ান তারা সবাই স্বেচ্ছাসেবক দল। নিজেরা কোনো পারিশ্রমিক নেন না বরং চাঁদা দিয়ে স্কুল চালান। জাকিয়া সুলতানা ওই ফাউন্ডেশনের সাধারণ সম্পাদক। আর এর চেয়ারম্যান আরিফুর রহমান। এটির উদ্যোক্তাও আরিফুর। কুমিল্লা বস্তিতে টিনের ঘরে গড়ে ওঠা এ স্কুলের শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৩০। সেখানে প্লে থেকে ওয়ান পর্যন্ত পড়ানো হয় শিশুদের। বস্তির তিনটি টিনের কক্ষ সাড়ে ৮ হাজার টাকায় ভাড়া নিয়ে স্কুল চালানো হচ্ছে। এটির সমন্বয়কারী জেরিন আক্তার। জেরিন আক্তার আর জাকিয়া সুলতানা দু'বোন আর্থিক সংকটের কারণে ধানমণ্ডিতে একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে টেলিকমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে পড়া শেষ করতে না পারলেও পথশিশুদের শিক্ষার দায়িত্ব নিয়েছেন এ তরুণী। এর আগে সকাল ৯টার পরপরই তাদের ভাইয়া আরিফুর রহমান সেখানে আসেন। জাকিয়া ও আরিফুরকে পেয়ে মঙ্গলবার ওই স্কুলে আনন্দঘন পরিবেশ সৃষ্টি হয়। আরিফুরকে জড়িয়ে ধরে ছোট শিশুরা আনন্দে মেতে ওঠে। শিশুদের মায়েরাও অনেক আনন্দিত তাদের কাছে পেয়ে। ওই স্কুলের শিক্ষার্থী তাসফিয়ার মা শিরিন আক্তার একটি প্লেটে কিছু বিস্কুট আর জগে করে পানি নিয়ে দুপুরে হাজির হন স্কুলে। তিনি বললেন, 'আমাদের ছেলেমেয়েদের উনারা (স্যার-ম্যাডাম) খুব ভালোবাসেন। উনারা খুব ভালো মানুষ। জেল থেকে বেরিয়ে এসেছেন উনারা, আমরা খুব খুশি।' ৮ বছর বয়সী শিশু রায়হান বলে, 'আমি কেজিতে পড়ি। আমার স্যার-ম্যাডাম খুব ভালো। আমাকে আদর করে অনেক।' ৯ বছরের হোসেন বলে, 'আমাদের স্যারদের পুলিশের ধরার কথা শুইন্যা খুব কষ্ট পাইছিলাম। এহন খুব ভালো লাগছে।' আরিফুর রহমান ও জাকিয়ার কাছ থেকে জানা গেল— রামপুরা-বনশ্রী এলাকায় ১০ পথশিশুকে আবাসিক রেখে বিনা খরচে লেখাপড়া ও হাতের কাজ শেখাচ্ছিল তারা। ওই প্রজেক্টের নাম 'প্রজেক্ট বায়ান্নো'। ওই ১০ শিশুকে তারা একসময় পাচার করবে এই অভিযোগে রামপুরা থানা পুলিশ আরিফুর রহমান, জাকিয়া সুলতানা, আরেক স্বেচ্ছাসেবী হাসিবুল হাসান সবুজ ও প্রজেক্ট বায়ান্নোর ম্যানেজার ফিরোজ আলম খানকে ১২ সেপ্টেম্বর গ্রেফতার করে। তাদের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয় মানবপাচার আইনে মামলা। মামলায় তাদের রিমান্ডেও নেয়া হয় দু'দিন।

গ্রেফতার হওয়ার পর তাদের সঙ্গে পুলিশের অশোভন আচরণ আর কারাগারের দুর্বিষহ জীবনের বর্ণনা করলেন জাকিয়া আর আরিফুর। আরিফুর যুগান্তরকে বলেন, থানায় নিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রামপুরা থানার এসআই জিয়ারত আমাদের মোবাইল ফোন কেড়ে নিয়ে হাজতে ঢোকায়। আমাদের অকথ্য ভাষায় গালাগাল করেন জিয়ারত। বলেন, এসব শিশুকে পাচার করার জন্য রাখছিলে, মজা দেখাচ্ছি। সারাজীবন জেলের ভাত খেতে হবে। আমাদের কোনো কথাই শোনেননি তিনি।

আরিফুর জানান, ১৩ সেপ্টেম্বর তাদের আদালতে পাঠানো হয়। সেখান থেকে দুই দিনের রিমান্ড নেয়া হয়। রিমান্ডে এসআই জিয়ারত তাদের অকথ্য মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন করেন। তাদের কাছ থেকে মানবপাচারের বিষয়টি জোরপূর্বক স্বীকার করানোর চেষ্টাও করেন জিয়ারত। রিমান্ড শেষে তাদের আদালতে পাঠানো হয়। আদালত তাদেরকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে পাঠান। আরিফুর বলেন, কখনও কল্পনাও করিনি, জেলে যেতে হবে। ভালো কাজ করতে গিয়েও জেল খাটলাম। কারাগারে ৩৮ জনের জায়গায় ১৭০ জনকে রাখা হতো। অবর্ণনীয় কষ্ট। রাতের পর রাত না ঘুমিয়ে কেটেছে আমাদের।

জাকিয়া বলেন, যখন আমাদের মানবপাচারকারী বলা হল, তখন যে কত কষ্ট পেয়েছিলাম বলে বোঝানো যাবে না। আমরা তো নির্দোষ। নিজের বাবার পেশা পথশিশুদের সেবায় নেমেছি। আর এই শিশুদের সেবা করতে গিয়ে মানবপাচারকারী হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছি। এ কাজ করতে গিয়ে যেহেতু জেল খাটতে হয়েছে, এখন আরও শ্রম আর সময় দেব এতে। জাকিয়া দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলেন, এক মাস ৮ দিন আমাদের জীবন থেকে কেড়ে নিয়েছে পুলিশ। এই দিনগুলো তো আর ফেরত পাব না। তারা যদি আমাদের গ্রেফতারের আগে আন্তরিকভাবে সুষ্ঠু তদন্ত করত তাহলে আমাদের এক মাস ৮ দিন জীবন থেকে হারাতে